09 AUG 2015
তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ......

বেতন-ভাতা বলে কথা!

বাউফলে হাইকোর্টের আদেশ অমান্য

■ পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর বাউফল কাছিপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে ফের ২ লাখ ৪৪ হাজার ২৬২ টাকা বেতন-ভাতা উত্তোলন করেছে। গত ১৬ জুলাই রূপালী ব্যাংক বাউফলের কালিশুরী বন্দর শাখা থেকে এ টাকা উত্তোলন করা হয়। এর আগেও ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে চলতি বছরের ১২ মার্চ শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা উত্তোলন করে। এ ঘটনার পর আদালত অবমাননা মামলা করা হয়। ওই মামলাগুলোর নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন।

রূপালী ব্যাংক কালিশুরী বন্দর শাখার ব্যবস্থাপক আবুল বাশার জানান, প্রথমবার সরকারদলীয় নেতাদের চাপে এবং দ্বিতীয়বার তার ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বাধ্য হয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার কাগজে স্বাক্ষর করতে হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. ইউনুস আকন বলেন, 'আমি কিছু জানি না ভাই। সভাপতি সাহেব আমাকে স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য চাপ দেন বিধায় আমি স্বাক্ষর দিয়ে দিই। এখানে আমার কিছুই করার নেই।' প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান বলেন, সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বেতন-ভাতা পাস করানো হয়েছে। বিদ্যালয়ের সভাপতি মো. শামসুল আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।

কাছিপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, স্থানীয় লোকজন ও ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সভাপতি ছাড়া অন্য পদে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন হয়। পরে ওই বছরের ১ অক্টোবর সভাপতি নির্বাচনে বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আলহাজ আবদুর রশিদ চুন্নু মিয়া পুনর্নির্বাচিত হন। এতে স্থানীয় কিছু লোক ক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্যালয়ে হামলা চালায় এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সব কাগজপত্র ও রেজুলেশন খাতা ছিঁড়ে ফেলে। এর পর নতুন করে কোনো ব্যবস্থাপনা কমিটি ঘোষণা কিংবা অনুমোদন না দেওয়ায় আবদুর রশিদ চুন্নু মিয়া গতবছর ১৪ অক্টোবর পটুয়াখালীর সহকারী জজ আদালতে মামলা করেন। আদালত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ওই আদেশের বিরুদ্ধে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক জেলা জজ আদালতে মিস আপিল করলে আদালত নিম্ন আদালতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করেন। কিন্তু আবদুর রশিদ চুন্নু মিয়া চলতি বছরের ১ মার্চ হাইকোর্ট বিভাগে মামলা করেন। হাইকোর্ট সহকারী জজ আদালতের আদেশ বহাল রেখে ১৮০ দিনের মধ্যে মিস আপিল নিষ্পত্তি করার জন্য জেলা জজকে আদেশ দেন।

বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আলহাজ আবদুর রশিদ চুন্নু মিয়া বলেন, 'আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ক্ষমতার জোরে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে।'